কালের কণ্ঠ

আপডেট : ১৩ অক্টোবর, ২০১৮ ২৩:০৫

কাজিপুরের চরাঞ্চল

প্রাথমিক শিক্ষায় ধস প্রণোদনাও ব্যর্থ

প্রাথমিক শিক্ষায় ধস প্রণোদনাও ব্যর্থ

সিরাজগঞ্জের কাজিপুর উপজেলার চরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় ধস নেমেছে। শিক্ষকদের কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতি, সমন্বয়ের অভাব, পোস্টিং বাণিজ্য, চরে শিক্ষকতায় অনীহাসহ নানা কারণে এ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে উপবৃত্তি চালু, বিশেষ প্রণোদনা প্রদান, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সরকারের নেওয়া নানামুখী পদক্ষেপও কোনো কাজে আসছে না।

শিক্ষকদের অভিযোগ, ঝুঁকিপূর্ণ ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাসস্থানের অপর্যাপ্ততা, বিদ্যুৎসহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধার অভাবে চরের বিদ্যালয়গুলোতে তাঁরা থাকতে চান না।

আবার যাঁরা চরে কর্মরত তাঁদের বেশির ভাগ শিক্ষকই যমুনার পশ্চিম পাড়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে নৌকাযোগে যাতায়াত করেন। অনেকে সিরাজগঞ্জ শহর এবং পাশে বগুড়ার ধুনট ও শেরপুরে থেকে চরের বিদ্যালয়গুলোতে চাকরি করে থাকেন। ঝড়-বৃষ্টিসহ বৈরী আবহাওয়ার দিন তাঁরা আর বিদ্যালয়ে যান না।

চরের বাসিন্দারা জানায়, বিভিন্ন স্থান থেকে নৌকাযোগে যমুনা পাড়ি দিয়ে বিদ্যালয়গুলোতে পৌঁছতে শিক্ষকদের সকাল ১১টা থেকে সাড়ে ১১টা বেজে যায়। আবার বিকেল ৩টার আগেই শিক্ষকদের বাড়ি ফিরতে নৌকাঘাটে আসতে হয়। মাঝখানে টিফিনের বিরতি দিতে হয়। এতে করে একজন শিক্ষক পড়ানোর জন্য মাত্র দেড় থেকে দুই ঘণ্টা সময় পান। ফলে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে চরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়ে আসছে। নাটুয়াপাড়া চরের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক জানান, শিক্ষকরা অনিয়মিত যাতায়াত করেন। আবার স্থানীয় হাটবারে চরে বসবাসরত শিক্ষকদের বেশির ভাগই বিদ্যালয়ে যান না।

কাজিপুর উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি কাজিপুরে ২৮ জন নতুন শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের যোগদানের ক্ষেত্রে চরম অনিয়ম করা হয়েছে। যেখানে চরের প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট প্রকট, সেখানে সমন্বয়হীনভাবে বিড়া এলাকায় ১৮ জন এবং চরে মাত্র ১০ জন শিক্ষক যোগদানের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে কাজীপুর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আমজাদ হোসেন বলেন, ‘আমাদের থেকে শুধু শূন্যপদের তালিকা নেয় জেলা অফিস। শিক্ষকদের যোগদানসংক্রান্ত সব কাজ সম্পন্ন করেন জেলা অফিস।’

কাজিপুরের সাবেক সংসদ সদস্য প্রকৌশলী তানভীর শাকিল জয় বলেন, ‘চরের বিদ্যালয়গুলোতে যাতে করে শিক্ষক থাকে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com